বুকের মধ্যে শিলিগুড়ি : কী চাই, কী চাই না

প্রিয় শহর শিলিগুড়ির কথা ভাবলে কোন কথাগুলো মনের ভিতরে দানা বাঁধে? তাঁর উত্তর খুঁজছে এই বিশেষ কলাম। প্রতিদিন লিখছেন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। আজ কলম ধরেছেন কবি সেবন্তী ঘোষ

যদি সবার বাড়িতে ফুল গাছ থাকত!

শিলিগুড়ি শহরেই জন্ম আমার। আমার পাড়া, বাঘা যতীন পার্কই আমার কাছে শিলিগুড়ির আয়না। একসময় পাড়ায় বাগান ছিল সবার। কালের নিয়মে সেসব বহুতল হয়ে গিয়েছে কিন্তু নিয়ম করে যদি সবাই একটি করে গাছ রেখে দিত শহরটা এমন কংক্রিটের জঙ্গল হয়ে যেত না। এত বৃষ্টি হয়, প্রত্যেক অ্যাপার্টমেন্টে যদি দৈনন্দিনের ও বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়, গ্রীষ্মকালে সমস্যা কমে।

এই শহর থেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই পাহাড়ি শহরে প্রত্যেকের বাড়ির সামনে অজস্র ফুল গাছ। অমন যদি আমাদেরও হত!

কলকাতা থেকে ফিরে এসে দেখলাম, আমাদের সেই একান্ত চেনা পাড়াটি আমূল বদলে গিয়েছে। এখানকার আড্ডার সঙ্গে নেশা ও মারপিট গুন্ডামিও জড়িত। এখন তো সন্ধ্যার পর তীব্রগতিতে চলা বাইকের জন্য এপথে চলাই দায়। হালে পার্কটি সবুজ হয়েছে। বাইরে ফুটপাথ করতে গিয়ে ছোট হয়ে গিয়েছে বেশ খানিকটা। ওই ফুটপাথ দখল করে চায়ের দোকান, বিচিত্র পেশার মানুষের গাদাগাদি ভিড় গজিয়ে উঠেছে রাতারাতি। যদি ফুটপাথকে পথ হিসেবেই রাখা যায় আর ঠেলাগুলি অন্যত্র ফাঁকা জায়গায় সরিয়ে নিয়ে স্ট্রিট ফুড মল করা যায় আমরা খানিক শ্বাস ফেলতে পারি। সারা পৃথিবীজুড়ে অতিমারির সময় হাঁটাচলার জন্য পার্ক খুলে রাখা হয়েছিল। শুধু আমাদের বাঘা যতীন পার্ক স্বার্থপর দৈত্যের বাগানের মতো বন্ধ হয়ে রইল।

যানবাহনের সমস্যার কথা সবাই বলবেন। জ্যামে পড়ার এই আতঙ্ক কীভাবে কাটবে আমি অন্তত জানি না। উড়ালপুল তৈরি করে সমস্যার সমাধান হয়। বলে তো সবাই! কিন্তু হয় কই?

একসময় রাস্তা চওড়া করার নামে সেবক রোডের প্রচুর গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল। বদলে যে গাছগুলি লাগানো হল সেগুলির ভবিষ্যতের মতো চওড়া জায়গা না রেখেই রাস্তা অবধি অবৈধ দোকানপাট তৈরি হয়েছে। সেগুলি সরিয়ে বিকল্প বাজার করে দিলেই ভালো হত। সবচেয়ে দুঃখ হয় যখন দেখি, উন্নয়ন আর বড় শহরের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার সরলতম উপায় হয় একের পর এক শপিং মল নির্মাণ! শিলিগুড়ি সহ তার আশপাশে প্রচুর জনজাতির বাস। দার্জিলিং জেলা ধরলে তো আরও অনেক! আমরা অনায়াসে একটি ট্রাইবাল মিউজিয়াম করতে পারি যেখানে প্রত্যেকটি জনজাতির জীবনযাপন, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

সবচেয়ে প্রিয় জায়গা বাঘা যতীন পার্কের সামনে লেখিকা। ছবি : তপন দাস

> শিলিগুড়ির আশপাশে প্রচুর জনজাতির বাস। আমরা অনায়াসে একটি ট্রাইবাল মিউজিয়াম করতে পারি যেখানে ওদের জীবনযাপন, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

ভারতের বেশ কিছু ছোট শহরে বিশ্বমানের আর্ট ফেয়ার ও লিটারারি ফেস্টিভাল, মিউজিক কনফারেন্স হয়। সেগুলির সূত্রেই পৃথিবীতে সেই শহরের নাম পরিচিত হয়। ছোট জায়গায় বসে বড় করে ভাবতে ইচ্ছে করে আমারও। হতে পারে একটি আর্ট গ্যালারি, বই বিপণি সহ কফি হাউসের ধাঁচে শিল্পী–সাহিত্যিকদের আড্ডার জায়গা। বই ছাপানোর জন্য একটি উন্নতমানের প্রেসের কথাও ভাবতে ইচ্ছে করে, যাতে এদিকের বিভিন্ন বিষয়ের লেখকদের দক্ষিণবঙ্গমুখী হতে না হয়।

মনে হয় জাদুকাঠিতে দার্জিলিং মোড় থেকে টয়ট্রেনের রাস্তার দু'পাশে জবরদখল হটিয়ে, মাংস কাটার দোকান আর উপুড় করা জঞ্জাল সরিয়ে দিই। শহরের নদীগুলিকে ভাগাড় ও নর্দমায় পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করি। মহানন্দার ওপর থেকে রোজকার ঠাকুরের ফুল বেলপাতা ছুড়ে না দিই। ঈশ্বরবিশ্বাসী যিনি, তাঁকে বলতে ইচ্ছে করে, নদী মাতার কাছে এসব পুরীষ মাত্র!

জানি এসব কল্পনা মাত্র। তবু শিলিগুড়ির কথা ভাবলে এ কথাগুলি বারবার ভেসে ওঠে।

দুর্গা রয়েছেন পেছনে। এখন অগ্রাধিকার বিশ্বকর্মার। সোমবার কুমোরটুলিতে। ছবি : তপন দাস

পরপর সম্পর্ক, পরপর খুন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : পেশায় পাইপমিস্ত্রি। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও সন্তানও রয়েছে। তা সত্ত্বেও একের পর এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে মহম্মদ আখতার হোসেন। আর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক চাপা দিতে একের পর এক মহিলাকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টাও চালিয়ে গিয়েছে। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। তবে পুলিশের হাতে পর্দাফাঁস হওয়ার আগেই তার শিকার হয়েছেন দুই মহিলা। মাটিগাড়ার বাসিন্দা আখতারের দুই শিকারের মধ্যে এক যুবতী যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন এক গৃহবধূও। একজনকে মেরে বাড়ির কাছেই মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছিল আখতার। আরেকজনকে মেরে ফেলে রেখেছিল চামটা নদীর ধারে।

ঘটনার তারিখ ধরে হিসাব করলে ওই যুবতীকে খুন করে মাটি চাপা দেওয়ার ঘটনাটিই ঘটেছে আগে। তবে সামনে আগে এসেছে ওই আদিবাসী বধূকে খুন করার ঘটনাটি। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত মাদকাসক্ত। মাসচারেক আগে মাটিগাড়ার বছর উনিশের এক যুবতীর সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়। অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সেই যুবতীর সঙ্গে সহবাসও করে অভিযুক্ত। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই পুরো বিষয়টি অভিযুক্তের স্ত্রী জানতে পেরে যায়। এরপরেই ঘটে বিপত্তি। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ধামাচাপা দিতে প্রেমিকাকে খুনের পরিকল্পনা করে সে। কিন্তু খুন করার পর দেহ লোপাট করতে না পারলে জানাজানি হয়ে যাবে। পাশাপাশি, দেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হলেও ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। তাই পরিকল্পনা করে বাড়ির পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে প্রেমিকাকে মদ খাওয়ায় আখতার। সেখানে রয়েছে শুঁটকি মাছের গুদাম। মাছের গন্ধ দিয়ে লাশের গন্ধ চাপা দেওয়ার ছক করে সে। পরিকল্পনামতো প্রেমিকাকে প্রচুর মদ খাইয়ে রাতের দিকে ওই জঙ্গলে নিয়ে যায়। এরপর সেখানেই তাঁকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করে। খুনের পর কম্বলে মুড়ে দেহ মাটিতে পুঁতে দেয়। তারপর বাড়িতে গিয়ে ভালো মানুষের মতো স্নান করে নেয় আখতার।

প্রথম খুন

- এক যুবতীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে
- স্ত্রী জানতে পেরে যাবে, এই ভয়ে সেই যুবতীকে খুন করে
- মাটি খুঁড়ে দেহটি পুঁতে দেয়
- শুঁটকির গন্ধে লাশের গন্ধ চাপা পড়ে যাবে বলে পরিকল্পনা ছিল তার

দ্বিতীয় খুন

- এক আদিবাসী বধূর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে
- সেই মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়
- তাঁকে চামটা নদীর ধারে নিয়ে এসে ধর্ষণ করে
- তারপর মুখে প্যান্ট গুঁজে বাকরোধ করে দেয়
- গলা টিপে খুন করে দেহ ফেলে পালিয়ে যায়

তারপরই বেশিদিনও কাটেনি। আরও এক আদিবাসী গৃহবধূর সঙ্গে পরিচয় হয় অভিযুক্তের। তাঁর সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কও ছিল বলে জানা গিয়েছে। গত মাসের ৩১ তারিখ রাতে ওই গৃহবধূর সঙ্গে নিউ চামটা নদীর ধারে যায় অভিযুক্ত। আগের বারের মতোই ওই বধূকেও মদ্যপান করানো হয়। তারপর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে অভিযুক্ত। গৃহবধূ বাধা দিলে প্রথমে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। তখন ওই মহিলা আবার পুলিশকে সব জানিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। তারপর মহিলা পালানোর চেষ্টা করলেও তাঁকে ধরে ফেলে অভিযুক্ত। যাতে চিৎকার করতে না পারে, সেজন্য মুখে জিনসের প্যান্ট গুঁজে দেওয়া হয়। গৃহবধূ অচৈতন্য হয়ে পড়েন। এরপর গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাঁকে খুন করে নদীর ধারে দেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। পরের দিন অর্থাৎ ১ সেপ্টেম্বর সকালে স্থানীয়রা অর্ধনগ্ন অবস্থায় মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়।

দ্বিতীয় খুন করার পর থেকেই এলাকাছাড়া ছিল অভিযুক্ত। কী করে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবে, তা জানতে অভিযুক্ত এক পরিচিত ব্যক্তিকে ফোন করে। সেই ফোনে অভিযুক্ত গোটা ঘটনা তার বন্ধুকে জানায়। ওই কল রেকর্ডিং কোনওভাবে চলে আসে মাটিগাড়া থানার তদন্তকারী আধিকারিকের হাতে। সেই সূত্র ধরেই অবশেষে গ্রেপ্তার করা হয় আখতারকে।

স্কুল খোলার দাবি

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : কোভিডবিধি মেনে স্কুল, কলেজ খোলার দাবি তুলে সোমবার শিলিগুড়িতে এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বর্ধমান রোডের একটি ভবনে আয়োজিত ২৯তম এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। আগামীদিনে সংগঠনের সদস্যদের কীভাবে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের পাশে থাকতে হবে, সেই বিষয়েও আলোচনা হয়। কোভিড পরিস্থিতিতে রেড ভলান্টিয়ার্সের কাজের প্রশংসা করেন তিনি।

এদিন ৪১ জন সদস্যের নতুন দার্জিলিং জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের নতুন জেলা সভাপতি হয়েছেন শংকর মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন অঙ্কিত দে। বিদায়ি জেলা সভাপতি সাগর শর্মা জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে যেভাবে বাজার, হোটেল, শপিং মল খোলা হচ্ছে, সেভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত খোলা দরকার। রাজ্যের হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো আরও উন্নত করার দাবিও সম্মেলনে তোলা হয়েছে।

বিল্ডিং প্ল্যান বিলি

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : কেউ প্ল্যানের জন্য আবেদন করেছিলেন তিন বছর আগে। আবার কেউ বা আবেদন করেছিলেন তিন মাস আগে। সোমবার এমনই ১০০ আবেদনকারীর হাতে বিল্ডিং প্ল্যান তুলে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এদিন পুরনিগমের পক্ষ থেকে বাঘা যতীন পার্কে বিল্ডিং প্ল্যান বিতরণ করতে মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই পুরনিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম দেব একশোজনের হাতে বিল্ডিং এবং সাইট প্ল্যান তুলে দেন। সঙ্গে ছিলেন রঞ্জন সরকার সহ পুরকর্তারা। তিনি বলেন, 'পুরনিগমের দায়িত্ব নেওয়া ১২৬ দিন হয়েছে। এর মধ্যে ৩৯৬টি বিল্ডিং প্ল্যান এবং ৩৮৬টি সাইট প্ল্যান পাশ করা হয়েছে। আরও বড় মেলা করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

সিগারেট আটক

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : বেঙ্গালুরু থেকে ভুবনেশ্বর যাওয়ার পথে সিগারেটবোঝাই একটি লরি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। কিছুদিন পর ফুলবাড়ি থেকে ট্রাকটি উদ্ধার হয়। তবে সিগারেটের হদিস মেলেনি। রবিবার রাতে তদন্তে নেমে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন একটি বাড়ি থেকে সিগারেটগুলি বাজেয়াপ্ত করে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা।

দুই হাসপাতালে দুর্ভোগ বাড়ছে রোগীদের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে জাঁকিয়ে বসা দালালচক্র রোগী ও তাঁদের পরিজনদের রীতিমতো নাভিশ্বাস তুলেছে। বিশেষ করে বেসরকারি প্যাথলজিকাল ল্যাবের কর্মচারীদের হাসপাতালের ভিতরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে দৌরাত্ম্য চালানোর বিষয়টি কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সুরজ সিনহা দালালচক্রের জাঁকিয়ে বসার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ইন্ডোর, আউটডোর ও ইমার্জেন্সি বিভাগজুড়ে বারবারই দালালচক্র গজিয়ে ওঠার অভিযোগ উঠেছে। ইন্ডোরে চিকিৎসকরা যখন রাউন্ড দেন, সেই সময় প্যাথলজিকাল ল্যাবের দালালরা তাঁদের পিছু নেয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, চিকিৎসকরা পরীক্ষা লিখে দিতেই দালালরা কার্যত রোগী ও পরিজনদের উপর হামলে পড়ে। প্রকাশ্যেই দালালদের জোঁকের মতো লেগে থাকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। একইসঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে, চিকিৎসকদের রাউন্ড দেওয়ার সময় বেসরকারি ল্যাবের কর্মীরা হাসপাতালের ভিতরে থাকে কী করে? হাসপাতাল প্রশাসন কি সব জেনেও না জানার ভান করে নীরব দর্শক সেজে রয়েছে? নাকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একাংশের মদতেই এই কারবার চলছে?

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে গাইনিকলজি বিভাগকে হাতিয়ার করে দালালদের দাপট তুঙ্গে। চিকিৎসক সংকটের অজুহাত দেখিয়ে সেখানে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের একাংশকে ভয় দেখিয়ে নার্সিংহোমে যেতে একপ্রকার বাধ্য করা হচ্ছে বলেও বিভিন্ন মহলে বিস্তর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের গেটের বাইরেই ব্যাঙের ছাতার মতো চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বার গজিয়ে উঠেছে। তড়িঘড়ি চিকিৎসকের পরিষেবা পাওয়ার লোভ দেখিয়ে দালালরা রোগীর পরিজনদের প্রাইভেট চেম্বারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে আগের তুলনায় রোগীর স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেকাংশেই উন্নত হয়েছে। কিন্তু দালালচক্রের জাল পাতার কৌশলও বদলেছে। ইসলামপুর মহকুমার কয়েক লক্ষ সাধারণ মানুষ এই হাসপাতালের উপরই নির্ভরশীল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় দালালদের দৌরাত্ম্য নিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভের শেষ নেই। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের নিরীহ সাধারণ মানুষকে সবচেয়ে বেশি এর খেসারত দিতে হচ্ছে। প্যাথলজিকাল ল্যাবের দালালদের রমরমার মাঝেই বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সগুলির দাপটও চোখে পড়ার মতো। অ্যাম্বুল্যান্সের আড়ালে ইসলামপুর শহর সহ শিলিগুড়ি পর্যন্ত নামকরা নার্সিংহোমগুলির মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চলছে। মোটা টাকা কমিশনের বদলে নার্সিংহোমে রোগী পৌঁছে যাচ্ছে। অভিযোগ, সবটাই বখরা সিস্টেমে চলছে। ভাগের টাকা ঠিকমতো যেখানে যাওয়ার কথা চলে যাচ্ছে।

ইসলামপুরে দালালচক্র

রোগীকল্যাণ সমিতির কথা

দুই হাসপাতালে দালালচক্র রুখতে এর আগে কড়া পদক্ষেপ করেছিলাম। আবারও পদক্ষেপ করা হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় দালালদের রেয়াত করার কোনও প্রশ্নই নেই।
কানাইয়ালাল আগরওয়াল

- ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ইন্ডোর, আউটডোর ও ইমার্জেন্সি বিভাগজুড়ে দালালচক্র গজিয়ে উঠেছে
- ইন্ডোরে চিকিৎসকরা যখন রাউন্ড দেন, তখন প্যাথলজিকাল ল্যাবের দালালরা তাঁদের পিছু নেয়
- চিকিৎসকরা পরীক্ষা লিখে দিতেই দালালরা কার্যত রোগী ও পরিজনদের উপর হামলে পড়ে
- সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে গাইনিকলজি বিভাগকে হাতিয়ার করে দালালদের দাপট তুঙ্গে

সুপারের কথা

বেসরকারি প্যাথলজিকাল ল্যাবের কর্মীদের আটকানোর বিষয়ে আমিও নির্দেশ দিয়ে রেখেছি। কিন্তু তাদের চিহ্নিত করাটাই কঠিন কাজ। –ডাঃ সুরজ সিনহা, হাসপাতাল সুপার

অক্সিজেন সংকট মেটাতে মেশিন

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : শিল্পপতিদের সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই)–এর উত্তরবঙ্গ জোনের তরফে শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)–র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর হাতে দুটি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর মেশিন তুলে দেওয়া হয়। সোমবার এসজেডিএ'র প্রশাসনিক কার্যালয়ে এসে সংগঠনের সদস্যরা সৌরভবাবুর হাতে মেশিন দুটি তুলে দেন।

প্রতিটি মেশিন থেকে অটোমেটিক পদ্ধতিতে ১০ লিটার অক্সিজেন উৎপাদিত হবে। একটি মেশিন দিয়ে দুজনকে অক্সিজেন দেওয়া যাবে। সৌরভ বলেন, 'যেখানে অক্সিজেনের সিলিন্ডারের অভাব হবে, সেখানে এসজেডিএ যাতে অক্সিজেন পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারে, সেজন্য আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।' সিআইআই–এর উত্তরবঙ্গ জোনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের মন্তব্য, 'আমরা এর আগেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জেলা শাসক, মহকুমা শাসকের হাতে কনসেনট্রেটর মেশিন তুলে দিয়েছি।'

পলিব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ির খালপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪৭০ কেজি পলিব্যাগ উদ্ধার করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশের সহযোগিতায় সোমবার দুপুরে খালপাড়ার গান্ধি ময়দান সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পলিব্যাগ উদ্ধার করা হয়। পুরনিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য রঞ্জন সরকার বলেন, 'আমাদের অভিযান লাগাতার চলবে। পরিবেশ আদালতের নির্দেশে শহরে কোথাও পলিব্যাগ বিক্রি বা ব্যবহার করা যাবে না।'

মিলনপল্লির শ্রেয়া, সুকান্তপল্লির মনীষা ও গেটবাজারের মেঘা এভাবে সেজেগুজে বাড়িতে নৃত্যচর্চায় ব্যস্ত।

বাড়িতেই মগ্ন নৃত্যশিল্পীরা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির গেটবাজারের মেঘার শখ ক্ল্যাসিকাল নৃত্যের। আড়াই বছর বয়সেই নাচের হাতেখড়ি। পুজোর সময় তিনি শিলিগুড়ি ছাড়াও কাঁপিয়ে বেড়িয়েছেন গুজরাট, বিহার সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মঞ্চ। তবে কোভিড পরিস্থিতি গতবছর কেড়ে নিয়েছে সেই সুযোগ। এবছরও কোনও নিশ্চয়তা নেই। মিলনপল্লির শ্রেয়ার তো পুজো মানেই নাচের চর্চার জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়তি সময় রাখা। কারণ গতবছরের থেকে আরও ভালো নেচে দর্শকদের মুগ্ধ করতে হবে যে।

পুজোর আগে নৃত্যশিল্পীদের নাচের চর্চার চাপ বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠান, নাচের বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্র সহ অডিটোরিয়াম বন্ধ রয়েছে। তাই বলে কি নৃত্যচর্চা থেমে থাকবে? একেবারেই নয়। বাড়িই যেন নৃত্যশিল্পীদের কাছে হয়ে উঠেছে দর্শকবিহীন মুক্তমঞ্চ। কেউ বাড়ির ছাদে, কেউ বা উঠোনে কিংবা ঘরের ভেতরে নাচের সাজে তৈরি হয়ে নেচে তা ক্যামেরাবন্দি করে আপলোড করছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। গান, আবৃত্তির শিল্পীদের মতো পিছিয়ে নেই নৃত্যশিল্পীরাও।

নিউ নর্মালে এই মাধ্যমকে হাতিয়ার করেই বাড়ির ছাদে নাচের তালে কোমর দুলিয়েছেন সুকান্তপল্লির মনীষা পাল। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন উৎসবে আমরা নাচের অনুষ্ঠান করেছি। তবে এই পরিস্থিতিতে সে সুযোগ নেই। তাই মঞ্চে যেভাবে সেজে থাকি ঠিক সেভাবেই সেজে বাড়ির ছাদে, উঠোনে নেচে তা ফেসবুক, ইউটিউবে আপলোড করি। অনেকেই নাচ দেখে কমেন্ট করেন।' যদিও মঞ্চে নেচে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই বলে জানান গেটবাজারের মেঘা মজুমদার।

নাচের শিক্ষিকা সহেলি বসুঠাকুর বলেন, 'অনলাইনে নাচের চল বিদেশে অনেক আগে থেকেই রয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আমার অনেক শিক্ষার্থীই বাড়িতে নাচের ছোট ছোট ভিডিও বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেছে।' এব্যাপারে সর্বভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে থাকা নৃত্যশিল্পী সংগীতা চাকির বক্তব্য, ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়েও যদি অডিটোরিয়াম খোলা হয় তাহলে নৃত্যশিল্পীদের জন্য খুব ভালো হয়। অনলাইনে নেচে শিল্পীরা মন ভালো রাখছেন।